MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA

DEPT. OF BENGALI (UG)

ASSIGNMENT

Topics :→ ১. বাংলা সাহিত্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান আলোচনা করো।

২. বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অবদান আলোচনা করো।

৪. বাংলা সাহিত্যে নবীনচন্দ্র সেনের অবদান আলোচনা করো।

Full NAME – SUSMITA MANDAL

Roll NO – 128

Class – B.A (Hons.)

SEM – III

Academic year – 2023 – 24

Date of Submission – 30/11/2023

Susmita Mandal

Students signature

14/12/23

Professor signature.

নবীনচন্দ্র সেন

বাংলা সাহিত্যে প্রাক্-রবীন্দ্রনাথযুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি হিসেবে বিখ্যাত নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭- ১৯০৯)। উনিশ শতকের নবজাগরণের সময়কালে আখ্যানকাব্য ধারার শেষ কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। আখ্যানকাব্য ও গীতিকাব্য রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর স্বদেশিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে। তাঁর লেখা 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যগ্রন্থটি সেই সময়ে আলোড়ন তৈরি করেছিল দেশবাসী ও তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে। নবীনচন্দ্রের কবিতায় রসমাধুর্য তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কবি মাইকেল মধুসূদনের পথ অনুসরণ করেও তিনি আপন স্বকীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ছাত্রজীবনের থেকেই নবীনচন্দ্র কবিতা লিখতে শুরু করেন। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর প্রথম দিকের বেশ কিছু কবিতায় একান্ত ব্যক্তিগত অনুভবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তিনি মাইকেল প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের মাধ্যমে। তাঁর স্বদেশপ্রেমের কবিতাগুলিতে পূর্বতন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব দেখা যায়। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনিই প্রথম বাংলায় খন্ড কবিতার প্রচলন করেন। খন্ড কবিতা দিয়ে তাঁর কবিজীবন শুরু হলেও শেষ দিকে তিনি মহাকাব্যও রচনা করেছেন। তাঁর কবিতাগুলিতে স্বদেশপ্রেম তথা ভক্তিবাদের রস যেমন পরিলক্ষিত হয়, তেমনই সেগুলি মধ্যযুগীয় ধর্মসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক যুক্তিতে রচিত। সেই কারণেই নবীনচন্দ্র ছিলেন উনিশ শতকের নবজাগরণের কবি। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্যে এসে তাঁর কবিতা লেখার উৎসাহ দ্বিগুন বেড়ে যায়। তাঁর প্রথম কবিতা 'কোন এক বিধবা কামিনীর প্রতি' প্রকাশিত হয় প্যারীচরণ সরকারের সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায়, পরবর্তীকালে তিনি নিয়মিত 'এডুকেশন গেজেট', 'বঙ্গদর্শন' ও 'অমৃত বাজার' পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন।

১৮৭৫ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অবকাশরঞ্জিনী'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের একুশটি কবিতাই তাঁর আঠারো থেকে তেইশ বছর বয়সে রচিত। তাঁর কবিতা লেখার ক্ষেত্রে -

তিনি সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর থেকে। তিনি নিজের জীবনের দুঃখের কাহিনীকে কাব্যের আকারে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন এই কাব্যগ্রন্থে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'অবকাশরঞ্জিনী'র সমালোচনা করেন স্বয়ং। এই কাব্যগ্রন্থ নবীনচন্দ্রকে কবি হিসেবে পাঠক মহলে পরিচিতি এনে দেয়।

১৮৭৫ সালে নবীনচন্দ্রের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশিত হয়। তাঁর এই কাব্যগ্রন্থে স্বদেশপ্রেমের কথা বারবার উল্লিখিত হয়েছে। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে নবীনচন্দ্র শুধু কবিসমাজেই নয় জনসাধারণের কাছেও কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় এবং ইংরেজদের ভারতে শাসনকার্য পাকাপোক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাবলীকে তিনি 'ভারতবর্ষের কালো অধ্যায়' বলে চিহ্নিত করে এমনভাবে ব্যক্ত করেছিলেন যা পাঠকদের হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করেছিল। এর ফলে নবীনচন্দ্র দেশপ্রেমিক কবি হিসেবে যেমন খ্যাতি লাভ করেন, তেমনই তাঁর কর্মস্থলে তিনি ব্রিটিশ কর্মচারীদের বিরাগভাজন হন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এই কাব্য পাঠ করে কাব্যের সমালোচনায় নবীনচন্দ্রকে ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কাব্যটির বিশেষত্ব হল—

ক) এটি একটি দেশপ্রেমমূলক আখ্যান কাব্য।
খ) কাব্যটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা।
গ) কাব্যটিতে বায়রনের চাইল্ড হ্যারল্ড এর প্রভাব বর্তমান।
ঘ) ইংরেজ ভক্তির প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়।
ঙ) লিরিকের উচ্ছ্বাস কাব্যের আদ্যন্ত জুড়ে রয়েছে।
চ) মোহনলালকে কাব্যের নায়ক করা হয়েছে।

১৮৭৮ সালে 'অবকাশরঞ্জিনী'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডে ৪৬ টি কবিতা ছিল। চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে লেখা তাঁর 'রঙ্গমতী' কাব্যগ্রন্থটি, বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। রঙ্গমতী কাব্যটির বিশেষত্ব হল—

ক) এটি একটি কবি কল্পিত কাহিনী।
খ) রাঙামাটির বর্ণনায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।
গ) কবি কাহিনীর মধ্যে শিবাজীর প্রসঙ্গ এনে স্বাদেশিকতাকে গৌরব দিতে চেয়েছেন।
ঘ) অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা।

ঞ) বীরেন্দ্র তপস্বিনী সংবর প্রভৃতির ভূমিকায় স্কটের ছায়া আছে।

ট) ডক্টর সুকুমার সেন "রঙ্গমতী" কে পদ্যে লেখা উপন্যাস বলেছেন।

কর্মসূত্রে পুরীতে থাকাকালীন তিনি মহাভারত পাঠ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রটি নিজের কল্পনায় পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এবং কৃষ্ণের চরিত্রকে তাঁর কল্পনা দিয়ে নতুনভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে। তাঁর সৃষ্ট 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' এই তিনটি কাব্যগ্রন্থ মহাভারতের প্রেক্ষাপটে রচিত এক অনবদ্য ট্রিলজি। এই ট্রিলজির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রৈবতক' প্রকাশ পেয়েছিল ১৮৮৭ সালে, তারপর ১৮৯৩ সালে প্রকাশ পায় 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যগ্রন্থ এবং ১৮৯৬ সালে এই ট্রিলজির শেষ কাব্য 'প্রভাস' প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্রের মতে মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ মূলত আর্য এবং অনার্য জাতির যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ এই দুই জাতিকে সম্মিলিত করে এক নতুন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে সমাজ সংস্কারক হিসেবে দেখিয়েছিলেন তাঁর এই ত্রয়ী কাব্যে। অনেকেই নবীনচন্দ্রের এই ত্রয়ী কাব্যকে 'আধুনিক মহাভারত' ও বলে থাকেন। 'রৈবতক' এ শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, 'কুরুক্ষেত্র'-এ মধ্যলীলা এবং 'প্রভাস'-এ শ্রীকৃষ্ণের অন্তিমলীলা তিনি নিজস্ব যুক্তির বিচারে রচনা করেছেন। সমালোচকেরা বলে থাকেন প্রভাস কাব্যের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধের খানিক প্রভাব রয়েছে। রৈবতকে'র মূল বিষয়: সুভদ্রা হরণ, প্রসঙ্গত এসেছে দুর্বাসা, বাসুকির ষড়যন্ত্র এবং জরৎকারুর প্রতিশোধ কামনা। রৈবতক কাব্যের সর্গ সংখ্যা ২০ টি। কুরুক্ষেত্রে'র কাহিনীর সূত্রপাত: ভীষ্ম পতনের সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যু হত্যা এবং সৎকার, এতে ১৭ টি সর্গ রয়েছে। প্রভাসের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নামাশ্রয়ে প্রেম বিহ্বলতা, যদুবংশ ধ্বংস। এর সর্গ সংখ্যা ১৩ টি।

শুধু কাব্যগ্রন্থ নয়, 'ভানুমতী' নামে একটি উপন্যাস ও নিজের আত্মজীবনী 'আমার জীবন' নামে দুটি গদ্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন নবীনচন্দ্র সেন। তাঁর জীবন কাহিনীটিকে পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত একটি উপন্যাসের মতই পাঠ্যগ্রন্থ, এই গ্রন্থটি তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি বলা চলে। 'ভানুমতী' উপন্যাসটি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক জীবনের কাহিনী। উপন্যাসের বাস্তবের চরিত্রগুলিকে কবি নির্মাণ করেছেন নিজের কল্পনা দিয়ে, নিজের স্ত্রীকে লেখা

চিঠিগুলি তিনি প্রকাশ করেছেন 'প্রবাসের পত্র' নামে। সংস্কৃতে লেখা 'ভগবত গীতা' এবং 'চন্ডীশ্লোক'-এর বাংলা অনুবাদও করেছিলেন তিনি। ১৮৭৮ সালে ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে তিনি রচনা করেন 'অমিতাভ' নামে একটি অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ। এছাড়াও ১৮৭৭ সালে চট্টগ্রামে খাঁসখালিতে থাকাকালীন রানি ক্লিওপেট্রার জীবনী নিয়ে নবীনচন্দ্র লেখেন 'ক্লিওপেট্রা' কাব্যগ্রন্থ এবং চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে 'অমৃতাভ' কাব্য রচনা করেন তিনি। ১৮৯০ সালে যিশু-খ্রিস্টের জীবনী অবলম্বনে 'খ্রীষ্ট' নামেও একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন নবীনচন্দ্র সেন।

নবীনচন্দ্র সেনের কবি প্রতিভা :

১. ইউরোপের সমাজ অধ্যবিজ্ঞান চেতনা ও নীতি তত্ত্ব দ্বারা প্রবাহিত।
২. দেশাত্মবোধ কবি নবীনচন্দ্রের কাব্যকে অন্য মাত্রা দিয়েছে।
৩. ভাষা ছন্দ অলংকার ও কাব্যরস সৃষ্টিতে কবি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।
৪. রোমান্টিক প্রেম ভাবনার সঙ্গে ইতিহাস চেতনা পুরাণ চেতনা ও নীতিবোধের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।
৫. সবার উপরে কবি মানব ধর্মকে স্থান দিতে চেয়েছেন।

নবীনচন্দ্র সেন কিশোরকাল থেকেই কাব্য রচনা শুরু করেছেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন—

" পাখির যেমন গীতি, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, তেমনি কবিতানুরাগ আমার প্রকৃতিগত ছিল। কবিতানুরাগ আমার রক্তে-মাংসে, অস্থিমজ্জায়, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে আজন্ম সঞ্চারিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন চঞ্চল, অস্থির, ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল।"

বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপক ও ইতিহাসকার ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কবিতা সম্পর্কে প্রশংসাসূচক বাক্যই লিখেছেন। তিনি লিখেছেন—

" বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যদি কারও কবিতায় যথার্থ পাশ্চাত্য ধরনের লিরিকের স্বাদ পাওয়া যায়, তবে তার কিছুটা নবীনচন্দ্রের মধ্যেই পাওয়া যাবে।"